EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনার বক্তব্য দক্ষিণ এশিয়ায় নারীদের উদ্যোগ আরো জোরদার করা দক্ষিণ এশীয় নারী উদ্যোক্তা সিম্পোজিয়াম

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
ওয়েস্টিন হোটেল, ঢাকা
১লা এপ্রিল, ২০১৪

নারী ও শিশু বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি

বাংলাদেশ নারী উদ্যোক্তা ফেডারেশনের সভাপতি রোকিয়া রহমান

এশিয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ হাসান মজুমদার

লুনা শামসুদ্দোহা, ভালো বন্ধু ও আমার মতো পুষ্প অনুরাগী

... এবং বিশেষ করে আপনারা, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত চমৎকার নারী উদ্যোক্তা

আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, শুভ সকাল ...

প্রায় দুই বছর আগে আমি এই রোমাঞ্চকর পরীক্ষামূলক কর্মসূচির শুরু করতে সহায়তা করি যাতে এই অঞ্চলব্যাপী নারীর ক্ষমতা অবমুক্ত করা যায়। উপলক্ষটা ছিলো অকল্পনীয়; জাদুময় একটি মুহূর্ত; আমরা সবাই মনে করেছিলাম যে আমরা ইতিহাসের এক মহান মুহূর্তের অংশে পরিণত হয়েছি। তবে আমি একটু বিমর্ষ ছিলাম...একটুখানি বিমর্ষ ছিলাম...আমার ক্ষোভ হচ্ছিলো যে মিসেস মালিককে সিম্পোজিয়ামে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

সম্ভবত, আপনাদের অনেকের মিসেস মালিকের সংগে আমার আলাপ করার কথা মনে আছে। এই নারী বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যশোর জেলায় বসবাস করেন...তিনি এমন এক নারী যিনি জীবন থেকে আরো অনেক প্রাপ্তির আশা করেন... তিনি এমন এক নারী যিনি আরো অনেক কিছু করতে চান... তিনি এমন এক নারী যিনি নিজের জন্য ও নিজ পরিবারের জন্য আরো উন্নত জীবন গড়তে চান। আমি আপনাদেরকে বলেছি যে

মিসেস মালিক কিভাবে উদ্যোক্তায় পরিণত হন...তিনি কিভাবে ঋণ নিয়ে সারের গুলি বানানোর মেশিন ক্রয় করেন। এগুলো গুটি সার নামে পরিচিত...আমি বলেছি কিভাবে মিসেস মালিক একজন সফল ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন... তিনি কিভাবে তার ঋণ পরিশোধ করেন... এবং কিভাবে তিনি তার জনগোষ্ঠীর আদর্শে পরিণত হন... আত্মবিশ্বাসী এক নারী, একজন নারী যাকে দেখে শ্রদ্ধাবোধ হয়, একজন নারী যাকে তার গ্রামের নারী-পুরুষ অত্যন্ত সমীহ করে... নিজ জনগোষ্ঠীর আদর্শ... মিসেস মালিক।

২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন আমি সেই বক্তব্য দিয়েছিলাম তখন আমি বিমর্ষ ছিলাম... মিসেস মালিক সেখানে ছিলেন না... মিসেস মালিক সেই বিশাল আয়োজনে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

তবে, এ সপ্তাহের আয়োজকগণ সেই ছোট্ট ভুলটি করেননি। এইবার তারা মিসেস মালিককে আমন্ত্রণ জানানোর কথা মনে রেখেছে...সত্যি বলতে তারা কয়েক ডজন মিসেস মালিককে আমন্ত্রণ জানিয়েছে...পুরো অঞ্চল থেকে আগত কয়েক ডজন মিসেস মালিক... আপনারা... প্রত্যেকে মিসেস মালিক... আপনারা প্রত্যেকে এমন এক একজন নারী যে নিজের জন্য, নিজ পরিবারের জন্য, জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নতুন জীবন গড়ে তুলতে দৃঢ়বদ্ধ। এবার আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে তাকিয়ে দেখছি যে মিসেস মালিক এখানে এসেছেন এবং তিনি এখানে এসেছেন অনেক বেশী শক্তি নিয়ে...।

আপনারা সবাই অনেক বাধার সম্মুখীন হন...আমরা সবাই সেগুলো সম্বন্ধে জানি: গভীরভাবে বদ্ধমূল বৈষম্য যে নারীরা ব্যবসায় সফল হতে পারে না, অপর্যাপ্ত যোগাযোগের সুযোগ, ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা।

এগুলো অত্যন্ত কঠিন বাধা তবে আপনারা সেগুলো পেরিয়ে এসেছেন এবং এখন সকল সমস্যার সাথে মোকাবেলা করে আপনারা নিজ ব্যবসাকে গড়ে তুলছেন... আপনারা নিজ নিজ দেশের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যতের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছেন, নিজ সন্তানদের জন্য একটি উন্নত আগামী নিশ্চিত করার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছেন... এমন একটি আগামী যেখানে আপনাদের সন্তানরাও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের দক্ষতা ব্যবহার করে নিজ জীবনের উন্নয়ন করবে, নিজ পরিবার গড়ে তুলবে, নিজ জনগোষ্ঠীকে শক্তিশালী করবে, আঞ্চলিক এমনকি বৈশ্বিক যোগাযোগ গড়ে তুলবে, নিজেদের যোগ্যতা দিয়ে তারা নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করবে যাতে করে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র সমান হয়। ।

আমার বয়স ৬৪ বছর। আমি ১৯৭০ সাল থেকে আমি যখন আমেরিকা ছেড়ে নেপালের গ্রামে কাজ করার জন্য বসবাস করা শুরু করি তখন থেকে আমি কোনো না কোনো

ধরনের উন্নয়ন কাজের সংগে জড়িত। তখন থেকে আমি ও আমার স্ত্রী পীস কোর স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করি এবং প্রত্যন্ত কঙ্গোতে কৃষকদের সংগে আড়াই বছর বসবাস করি...পরবর্তীতে আমরা পাকিস্তান, ভারত, জাইর, জাম্বিয়া, অ্যাংগোলা এবং এখন দ্বিতীয়বারের মতো চমৎকার বাংলাদেশে কাজ করছি। এই বাংলাদেশে আমি দেশটির ৬৪টি জেলার প্রত্যেকটি জেলা সফর করার এক উদ্যোগ গ্রহণ করেছি যাতে এদেশের চমৎকার মানুষের বিশেষ করে নারীদের জাদু, বৈচিত্র্য ও উদ্যম সরেজমিন দেখতে পাই।

উন্নয়ন কাজে আমার চারদশকব্যাপী চাকরিকালীন সময়ে আমি একটি সরল জিনিস শিখেছি... এমন একটি বিষয় যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ... আমি যেখানেই যাই... সেটা বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে আরেকপ্রা ন্তে ঘুরে বেড়িয়েই হোক, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর প্রত্যন্ত এলাকাই হোক কিংবা মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার চমৎকার মানুষকে আবিষ্কার করতেই হোক... আমি যেখানেই যাই আমি নারীর ক্ষমতা দেখি... নারী... নারী, যারা তাদের পরিবারের মেরুদন্ড... জনগোষ্ঠীর মেরুদন্ড... যারা বস্তুতই জাতির মেরুদন্ড। আমি এতগুলো বছরে শিখেছি যে আপনারা যদি উন্নয়ন কাজে মনোনিবেশ করেন তাহলে আপনাদেরকে নারীদের সংগে কাজ করার ক্ষেত্রেও মনোযোগী হতে হবে... এটাই শেষ কথা; উন্নয়ন ও প্রগতি নারী দ্বারা চালিত হয়।

নারীরা হচ্ছে পরিবর্তনের অপরিহার্য প্রভাবক...

আমার বস পররাষ্ট্রমন্ত্রী কেরি যেভাবে বলেছেন, কোনো রাষ্ট্রই তার অর্ধেক জনসংখ্যাকে বাদ দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে না।

অবশ্যই, নারীদের পেছনে ফেলে দেয়া যাবে না... বরং নারীরাই এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করে... মিসেস মালিক তার গ্রামে সমৃদ্ধিতে নেতৃত্ব প্রদান করেন; কৃষকরা তার উন্নত সার ব্যবহার করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং পুরো গ্রামের জন্য উন্নত জীবনমান বয়ে আনে।

আপনারাও একই কাজ করার চেষ্টা করছেন –- আপনারা সাহসী শিল্পোদ্যোগ গ্রহণ করছেন, বিনিয়োগ বাড়াচ্ছেন, সুযোগ সৃষ্টি করছেন এবং চলার পথে আরো অনেক নারীকে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছেন। আপনারা নিজ দক্ষতাকে অবমুক্ত করেছেন...আপনারা নিজ উদ্যোগ নেয়ার দক্ষতাকে অবমুক্ত করেছেন...আপনারা নতুন জীবন গড়ে তোলার জন্য নিজ দৃঢ়চিত্তকে অবমুক্ত করেছেন। আর আপনারা জানতে পেরেছেন যে অন্যান্য নারী উদ্যোক্তাদের সংগে যোগাযোগ করে, নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করে ও অঞ্চলব্যাপী সংযোগ গড়ে তুলে, পরস্পরকে সাহায্য করে, পরস্পরের অভিজ্ঞতা থেকে শিখে আপনারা আরো অনেক বেশি অর্জন করতে সক্ষম...নিশ্চয়ই, এখন আপনারা সবাই জানেন যে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার সকল মিসেস

মালিক যখন একসংগে কাজ করে, তারা যখন একসংগে মিলে দাঁড়ায়, তারা যখন একসংগে প্রচেষ্টা করে, তখন পরিবর্তন সম্ভব, তখন নারীদের ক্ষমতা অবমুক্ত করা সম্ভব।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত যে আমেরিকা আমাদের বাংলাদেশের ভালো বন্ধুদের সংগে অংশীদারিত্ব এই সিম্পোজিয়ামের অর্থায়ন করছে যাতে আপনারা পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারেন, নিজ পরিবার, নিজ জনগোষ্ঠী ও নিজ জাতিকে নতুন ও আরো উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার পথে নেতৃত্ব প্রদানের যাত্রায় এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা পরস্পরের কাছ থেকে শিখতে পারছেন... আপনারা প্রত্যেকে নিজ সন্তানদের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যত গড়ে তুলছেন।

নিজের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনো ঐতিহ্য আপনারা রেখে যেতে পারেন বলে আমার মনে হয় না। আপনারা নিশ্চয়ই নিজেকে নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত।

ধন্যবাদ।

==========

* বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত